মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮

(২০১৮ সনের ৬৮ নং আইন)

মৎস্য, মৎস্যপণ্য ও উপকারী জীবাণুর আন্তর্জাতিক পরিবহণের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রোগজীবাণুর অনুপ্রবেশ ও বিস্তার রোধকল্পে এবং মৎস্যস্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রয়োজনে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের সঙ্গনিরোধ, আমদানি নিয়ন্ত্রণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু মৎস্য, মৎস্যপণ্য ও উপকারী জীবাণুর আন্তর্জাতিক পরিবহণের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রোগজীবাণুর অনুপ্রবেশ ও বিস্তার রোধকল্পে এবং মৎস্যস্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রয়োজনে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের সঙ্গনিরোধ, আমদানি নিয়ন্ত্রণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) “আমদানি” অর্থ জল, স্থল বা আকাশ পথে অন্য কোনো দেশ হইতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো পণ্য বৈধভাবে আনয়ন করা;

(২) “আমদানি অনুমতিপত্র” অর্থ ধারা ১০ এর অধীন ইস্যুকৃত আমদানি অনুমতিপত্র;

(৩) “আমদানিকারক” অর্থ বাংলাদেশে কোনো পণ্য আমদানি করিতে ইচ্ছুক বা আমদানির সহিত সম্পৃক্ত এইরূপ কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, সংগঠন, স্বত্বাধিকারী, প্রাপক (Consignee) বা প্রতিনিধি (Agent);

(৪) “উপকারী জীবাণু” অর্থ ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, নেমাটোড, ভাইরাস, ভাইরাসের মত জীবাণুসহ যে কোনো সমজাতীয় জীবাণু বা এমন কোনো অমেরুদণ্ডী প্রাণী যাহা মৎস্যের রোগজীবাণু দমনে বা বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান মৎস্যজাত দ্রব্যাদি

উৎপাদনের জন্য উপকারী এবং যাহা সরকার কর্তৃক, সময় সময়, মৎস্য উৎপাদনের জন্য উপকারী বলিয়া ঘোষিত;

(৫) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৬) "নিয়ন্ত্রিত এলাকা" অর্থ ধারা ১৯ এর অধীন ঘোষিত নিয়ন্ত্রিত এলাকা;

(৭) "প্যাকিং দ্রব্যাদি" অর্থ মৎস্য, মৎস্যপণ্য ও উপকারী জীবাণুর প্যাকিং, ধারণ অথবা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয় এমন কোনো দ্রব্য;

(৮) "ফৌজদারি কার্যাবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898);

(৯) "বাহন" অর্থ মৎস্য, মৎস্যপণ্য ও উপকারী জীবাণু বা প্যাকিং দ্রব্যাদি জল, স্থল বা আকাশ পথে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পরিবহণ করিতে সক্ষম এমন সকল প্রকার যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক বা প্রাণী বা মানুষ চালিত বাহন;

(১০) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১১) "মৎস্য" অর্থ সকল প্রকার কোমল অস্থি ও কঠিন অস্থি বিশিষ্ট মাছ (Cartilaginous and Bony Fishes), স্বাদু ও লবণাক্ত পানির চিংড়ি (Prawn and Shrimp), উভচর জলজ প্রাণী (Amphibians), কচ্ছপ (Tortoise), কাছিম, কুমির (Crocodile), কাঁকড়া জাতীয় প্রাণী (Crustacean), শামুক বা ঝিনুক জাতীয় জলজ প্রাণী (Molluscs), একাইনোডার্মস (Sea Cucumber) জাতীয় প্রাণী, ব্যাঙ (Frogs/Toad) এবং উহাদের জীবন্তকোষ ও জীবনচক্রের যে কোনো ধাপ এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষিত অন্য কোনো জলজ প্রাণী;

(১২) "মৎস্যপণ্য" অর্থ কোনো মৎস্য হইতে উৎপন্ন পণ্য বা প্রক্রিয়াজাত বা উপজাত পণ্য (By product);

(১৩) "মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্তৃপক্ষ" বা "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ৪ এর বিধান অনুযায়ী মৎস্য অধিদপ্তর;

(১৪) "মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা (Fisheries Quarantine Officer)" অর্থ ধারা ৭ এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা;

(১৫) "সংক্রমিত (Infected)" অর্থ কোনো নির্দিষ্ট মৎস্য, মৎস্যপণ্য, উপকারী জীবাণু বা প্যাকিং দ্রব্যাদির মধ্যে ক্ষতিকারক রোগজীবাণুর উপস্থিতি;

(১৬) "সঙ্গনিরোধ (Quarantine)" অর্থ মৎস্য রোগের প্রাদুর্ভাব বা বিস্তার রোধকল্পে আমদানির উদ্দেশ্যে মৎস্য, মৎস্যপণ্য, উপকারী জীবাণু বা প্যাকিং দ্রব্যাদি পৃথকীকরণ (Isolation) এবং পরীক্ষার জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোনো স্থান

বা আঙ্গিনায় মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অন্তরীণ (Confined) রাখা।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে মৎস্য সঙ্গনিরোধের বিষয়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্তৃপক্ষ ও ইহার কার্যাবলি

কর্তৃপক্ষ

৪। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য হইবে।

কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

৫। কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :-

(ক) অন্য দেশ হইতে বাংলাদেশে মৎস্যের রোগজীবাণু অনুপ্রবেশ ও বিস্তার রোধকল্পে মৎস্য, মৎস্যপণ্য, উপকারী জীবাণু বা প্যাকিং দ্রব্যাদির আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা;

(খ) আন্তর্জাতিক পরিবহণে রহিয়াছে এমন মৎস্য, মৎস্যপণ্য, উপকারী জীবাণু বা প্যাকিং দ্রব্যাদির কনসাইনমেন্ট, যাহা ক্ষতিকারক রোগজীবাণুর বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে, পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করা;

(গ) রোগজীবাণুর প্রাদুর্ভাব এবং বিস্তার রোধের লক্ষ্যে মৎস্য, মৎস্যপণ্য উপকারী জীবাণু বা প্যাকিং দ্রব্যাদি বাহন, গুদাম ও উহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যাদি পরিদর্শন এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণা করা;

(ঘ) মৎস্য, মৎস্যপণ্য বা উপকারী জীবাণুর কনসাইনমেন্ট ও উহাদের কনটেইনার, প্যাকিং দ্রব্যাদি, সংরক্ষণ স্থান অথবা বাহন রোগজীবাণুমুক্ত বা সংক্রামণমুক্ত করিবার নিমিত্ত শোধন কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(ঙ) কোনো একটি সংক্রমিত এলাকাকে নিয়ন্ত্রিত এলাকা হিসাবে ঘোষণার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(চ) মৎস্যস্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাদি হালনাগাদ এবং সমন্বয় (Harmonization) করিবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আমাদানি নিষিদ্ধ বা শর্তারোপকৃত মৎস্য, মৎস্যপণ্য, উপকারী জীবাণুর তালিকা নিয়মিত পর্যালোচনা এবং হালনাগাদ করা;

(ছ) বাংলাদেশে বিদ্যমান মৎস্য সঙ্গনিরোধ সম্পর্কিত রোগজীবাণুর উপর জরিপ, নজরদারী (surveillance) ও মৎস্য সঙ্গনিরোধ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(জ) আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক অথবা অন্যান্য জাতীয় মৎস্য সংরক্ষণ সংস্থার সহিত কারিগরি তথ্য, মতামত ও প্রতিবেদন বিনিময় এবং মৎস্য, মৎস্যপণ্য বা

উপকারী জীবাণুর সংরক্ষণ ও সঙ্গনিরোধ বিষয়ে সর্বশেষ উন্নয়ন সম্পর্কে অবগত থাকা;

(ঝ) মৎস্যস্বাস্থ্য সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাংলাদেশ পক্ষভুক্ত বা স্বাক্ষরকারী এমন আন্তর্জাতিক চুক্তি, প্রটোকল, কনভেনশন, ইত্যাদি অনুসরণ এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনা এবং মৎস্য জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম অনুসরণ, পরিচালনা ও সমন্বয় করা; এবং

(ঞ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

ক্ষমতা অর্পণ

৬। (১) মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এই আইনের অধীন কর্তৃপক্ষের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ উহার যে কোনো ক্ষমতা মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি

৭। (১) এই আইনের অধীন প্রদত্ত কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সরকার মৎস্য অধিদপ্তরের অধীন প্রয়োজনীয় সংখ্যক মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকরির শর্তাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা ও কর্মচারী মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসাবে দায়িত্ব পালন ও কার্য সম্পাদন করিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়
আমদানি

মৎস্য, মৎস্যপণ্য বা উপকারী জীবাণুর আমদানি নিষিদ্ধকরণ (prohibition) বা সীমিতকরণ (restriction) ইত্যাদি

৮। (১) সরকার Imports and Exports (Control) Act, 1950 (Act No.XXXIX of 1950) এর অধীন প্রণীত আমদানি নীতি আদেশে উল্লিখিত শর্তে কোনো মৎস্য, মৎস্যপণ্য বা উপকারী জীবাণু বা মানুষের রোগের সংক্রমণের কারণ হইতে পারে, উহার আমদানি নিষিদ্ধ, সীমিত বা অন্য কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোনো মৎস্য, মৎস্যপণ্য বা উপকারী জীবাণু এবং প্যাকিং দ্রব্যাদি আমদানির ক্ষেত্রে Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এ শুল্ক কর্মকর্তার বাধা-নিষেধ আরোপ করিবার যে ক্ষমতা রহিয়াছে, সেই ক্ষমতা মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

আমদানি নিষেধাজ্ঞা

৯। (১) আমদানি অনুমতিপত্র ব্যতিরেকে কোনো আমদানিকারক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো মৎস্য, মৎস্যপণ্য, উপকারী জীবাণু বা প্যাকিং দ্রব্যাদি আমদানি করিতে পারিবে না।

(২) কোনো মৎস্য, মৎস্যপণ্য, উপকারী জীবাণু বা প্যাকিং দ্রব্যাদি নির্ধারিত বন্দরের মাধ্যমে আমদানি করিতে হইবে।

(৩) সরকার, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, মৎস্য, মৎস্যপণ্য, উপকারী জীবাণু বা প্যাকিং দ্রব্যাদি আমদানির শর্ত নির্ধারণ করিতে পারিবে অথবা কোনো শর্ত হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

আমদানি অনুমতিপত্র ইস্যুকরণ, সংশোধন, বাতিল, ইত্যাদি

১০। (১) আমদানি অনুমতিপত্রের জন্য, নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে, কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতি ও ফরমে আবেদন করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ, নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে, আমদানির অনুমতিপত্র ইস্যু করিতে পারিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ, যুক্তিসঙ্গত কারণে, ইস্যুকৃত আমদানির অনুমতিপত্র বাতিল বা স্থগিত বা সংশোধন করিতে পারিবে।

পরিদর্শন, পরীক্ষা ও নমুনা সংগ্রহ, ইত্যাদি

১১। (১) মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা আমদানিকৃত মৎস্য, মৎস্যপণ্য, উপকারী জীবাণু বা প্যাকিং দ্রব্যাদি, বাহন, গুদাম ও উহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যাদি পরিদর্শন, পরীক্ষা ও উহার নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনে শোধনপূর্বক, নির্ধারিত পদ্ধতিতে ছাড়করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তার আদেশ মোতাবেক মৎস্য, মৎস্যপণ্য, উপকারী জীবাণু বা প্যাকিং দ্রব্যাদি বহনকারী বা গুদামজাতকারী বা বাহনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট গুদাম, বাহন ও উহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যাদি পরিদর্শন এবং প্রয়োজনে শোধনের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) আমদানিকারক, মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তার চাহিদা অনুযায়ী, আমদানিকৃত দ্রব্যাদি পরীক্ষা ও নমুনা সংগ্রহ করিবার অনুমতি প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।

কন্টেইনার স্থানান্তর

১২। মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা পরীক্ষাধীন মৎস্য, মৎস্যপণ্য, উপকারী জীবাণু বা প্যাকিং দ্রব্যাদি তাহার অনুমতি ব্যতীত স্থানান্তরিত করা যাইবে না বা কোনো কন্টেইনার খোলা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, শুল্ক কর্মকর্তার কার্য নির্বাহের জন্য উক্ত বিধানটি শিথিলযোগ্য হইবে।